দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ০8 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১৬

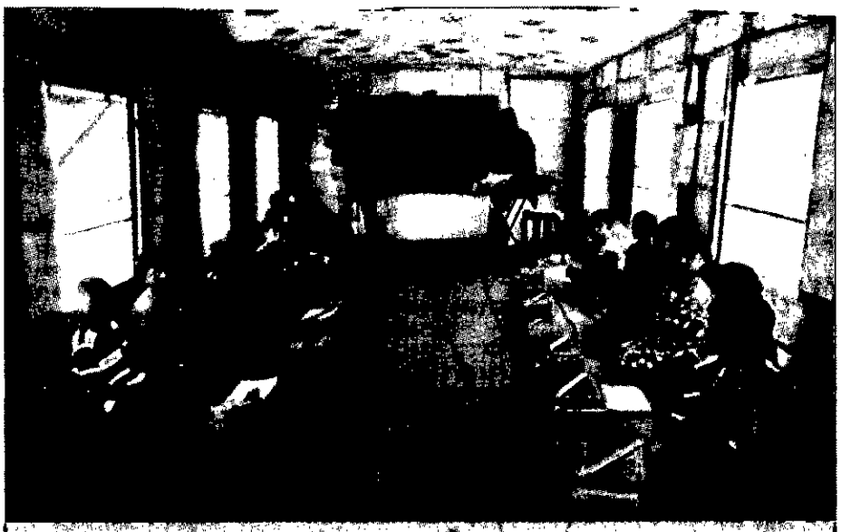

পাবনার বেড়া উপজেলার চরাঞ্চলের পানিবন্দি এলাকায় ভাসমান বিদ্যালয় শিক্ষাতরীর ভেতরে চলছে পাঠদান (ওপরের ছবি)। নিচের ছবিতে ভাসমান শিক্ষাতরী

ছবি : প্রতিবেদক

পানিবন্দি শিশুদের শিক্ষাতরী

আলাউল হোসেন, কাশীনাথপুর ●

পাবনার বেড়া উপজেলার চরাঞ্চলের পানিবন্দি এলাকায় ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে শিক্ষাতরী (ভাসমান নৌ-বিদ্যালয়)। উপজেলায় ৫টি নৌ-বিদ্যালয় স্কুলের ২০টি ক্লাসে প্রায় ৬০০ শিক্ষার্থী শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। এতে প্রত্যন্ত জনপদের হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, ঝরেপড়া ও পানিবন্দি শিশুরা ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষালাভ করতে পারছে। ভ্রাম্যমাণ এসব বিদ্যালয় পরিচালনা করছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক। আগামীতে বেড়ার চরাঞ্চল এলাকায় আরও বেশি শিশুকে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান সংস্থার এক কর্মকর্তা।

সিংহাসন গ্রামের ফেরদৌস আলম তপন জানান, যমুনার তীরবর্তী বেড়ার প্রত্যন্ত ও জলমগ্ন এলাকার শিক্ষার্থীদের বলতে গেলে বিদ্যালয়ে যেতে হয় না। শিক্ষাতরীই তাদের কাছে প্রতিদিন চলে আসে। উপজেলার বসন্তপুর, সিংহাসন, বক্তারপুর ও হাটুরিয়া-নাকালিয়ায় যমুনা নদীর ঘাটে ঘাটে নোঙর করা রয়েছে এ নৌ-বিদ্যালয়।

সম্প্রতি পুরানভারেঙ্গা ইউনিয়নের বক্তারপুর ও বসন্তপুর গ্রামে ব্র্যাকের নৌ-বিদ্যালয়ে সরেজমিনে দেখা যায়, বিশেষভাবে তৈরি নৌকার প্রায় পুরোটাই শ্রেণিকক্ষ। ৩০ শিক্ষার্থী সে শ্রেণিকক্ষে বেশ ভালোভাবেই বসে পড়ালেখা করছে। নৌ-বিদ্যালয় দুটিতে ৩০ জনের প্রতিটি ব্যাচের শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ছিল শতভাগ। শিশু শিক্ষার্থী রাইসুল বলে, বই-খাতা-কলম সবই আমাদের বিনামূল্যে দেওয়া হয় এবং বাড়ি থেকে নিয়ে আসা হয়। তাই এই বিদ্যালয়ে পড়তে আমাদের কোনো খরচই লাগে না। শিক্ষার্থীরা আরও বলে, বর্ষাকালে আমাদের এলাকার প্রায় সব বিদ্যালয়ে পানি উঠে বন্ধ হয়ে যায়। শুধু নৌ-বিদ্যালয় বন্ধ হয় না। তাই এখানে পড়তে আসি। এখানে পানিতে ভেসে ভেসে পড়তে অনেক মজা হয়।

বৌরামারা এলাকার নৌ-বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা আসমা খাতুন বলেন, নৌ-বিদ্যালয়ে একটি টয়লেট আছে। আছে একটি বিশুদ্ধ পানির ট্যাপ। তরীতে ১০টি জানালা আছে। তাই স্বাভাবিকভাবে আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে।

ভ্রাম্যমাণ নৌ-বিদ্যালয়ের আয়োজক ব্র্যাকের এরিয়া ম্যানেজার এনামুল হক জানান, শিক্ষা উপকরণসহ শিশুদের বাড়ি থেকে নিয়ে এসে ক্লাস শেষে আবার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। এ ছাড়া এ বিশেষ ধরনের নৌ-বিদ্যালয়ে শুধু শ্রেণিকক্ষই নয়, আরও আছে গান-নৃত্যের বিনোদনসহ বিশ্রামাগার। ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির সুপারভাইজার এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

পানিবন্দি শিশুদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) নাসরিন সুলতানা জানান, এখানে কর্মরত শিক্ষকদের বেড়া আঞ্চলিক অফিস থেকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত মাসিক বেতন দেওয়া হয়। এখানে একজন শিক্ষক মাত্র ৩০ জন শিক্ষার্থীকে পড়ান। নৌ-বিদ্যালয়ের পড়ার মান ভালো এবং ফলাফলও বরাবরই ভালো। সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার শতভাগ।

সিংহাসন উজানপাড়া গ্রামের সামসুন্নাহার সুমী নামের এক স্কুলশিক্ষিকা বলেন, এই শিক্ষাতরী চালুর পর থেকে চরাঞ্চলের শিক্ষার্থী ঝরেপড়া অনেকটা রোধ হয়েছে। এর পরিসর আরও বাড়ানো হলে উপকৃত হবে হাজার হাজার হতদরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী।